ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

৩ মন্ত্রীর পরামর্শে ভিসিকে পদত্যাগ করতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

এহসানুল হক : ভিসির পদত্যাগের দাবিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহব্যাপী ত [illegible] আন্দোলনের মুখে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো সরকার। বিচ [illegible] বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট দেওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ভিসি পদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত সরকারের থাকলেও গতকাল বুধবার সকালে সরকা[illegible] ৩ জন সিনিয়র মন্ত্রীর পরামর্শে ভিসির পদত্যাগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সম্মতি দে[illegible] বলে সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক সূত্রে জানা গে[illegible] গতকাল সকাল প্রায় সাড়ে ১০টায় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, স্থানী[illegible] সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কল[illegible]

৩ মন্ত্রীর পরামর্শে ভিসিকে পদত্যাগ

● প্রথম পাতার পর

ভূঁইয়া এবং স্বাস্থ্য ও পরি[illegible] কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে রুদ্ধদ্বা[illegible] বৈঠকে বসেন। এই ৩ সিনিয়রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনার এবং বর্তমান পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তারা প্রধানমন্ত্রীকে এ মর্মে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আরো স্থায়ী করা হলে সরকারের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হবে এবং পরিস্থিতি উন্নয়নে অতিসত্বর ভিসির পদত্যাগ করা উচিত। সূত্র আরো জানায়, ঐ ৩ মন্ত্রীর পরামর্শ শোনার পরপরই প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এবং ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রী ভিসিকে পদত্যাগের অনুরোধ জানালে অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী নিজ হাতে লিখে একটি সাদা কাগজের ওপর পদত্যাগপত্রের খসড়া তৈরি করেন। শিক্ষামন্ত্রীসহ উপস্থিত ৪ মন্ত্রী খসড়াটির ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিলে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয় এবং তখনই টাইপ করে নিয়ে আসা হয়। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে ৩ লাইনের পদত্যাগপত্রটি ভিসি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাখিল করেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বসে প্রক্রিয়াগত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গতকালই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং গতকাল রাতে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেছেন বলেও জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সূত্রে আরো জানা গেছে, ভিসি তার পদত্যাগপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ বিবেচনার কথা উল্লেখ করেছেন।

এদিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক সূত্রে জানা গেছে, ভিসিকে গতকাল পদত্যাগ করানোর পেছনে সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় এনেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সরকারের নীতিনির্ধারকদের ধারণা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট তৈরি করতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে। সুতরাং এতোদিন ভিসিকে বহাল রাখা হলে গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আর বিষয়টিকে বিরোধী দল ইস্যু বানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটবে। পাশাপাশি সরকারের ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধে ক্ষেত্র প্রস্তুতের টার্গেট ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ভিসিকে পদত্যাগ করিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করাটাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। এছাড়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আমরণ অনশনের বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারকরা পদত্যাগের বিষয়ে বিবেচনায় এনেছে। কারণ ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তাতে যেকোনো অঘটন ঘটলে সকল দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যদি তাদের আন্দোলন আরো জোরদার করে তাহলে পুলিশকে বাধ্য হয়ে কঠোর হতে হবে। এতে আরো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

সরকারের সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানায়, উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকারের নীতিনির্ধারকরা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেওয়া পর্যন্ত ভিসিকে বহাল রাখার সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করেন।